গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)
সদর কার্যালয়, বিআরটিএ ভবন
নতুন বিমান বন্দর সড়ক, বনানী, ঢাকা।
এনফোর্সমেন্ট শাখা
www.brta.gov.bd

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা এর অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের অংশীজনের অংশগ্রহণে ৩য় কোয়ার্টার প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি ঃ নুর মোহাম্মদ মজুমদার
চেয়ারম্যান, বিআরটিএ।
সভার তারিখ ঃ ০২.০৩.২০২৩ খ্রিঃ
সময় ঃ সকাল ১১.০০ টা
সভার স্থান ঃ বিআরটিএ-র সম্মেলন কক্ষ, ঢাকা।

সভায় উপস্থিত সদস্যদের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। জাতীয় শুদ্ধাচার কর্ম-পরিকল্পনার অংশ হিসেবে অংশীজনের সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বিআরটিএ-র গ্রাহক সেবার মানবৃদ্ধি ও গতিশীল করার জন্য উপস্থিত অংশীজনের মতামত প্রদানের আহবান করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভাপতি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপস্থিত সকলকে আলোচনায় অংশগ্রহণের আহবান জানান।

সভাপতি বলেন, ইটিকেটিং এর ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে সরকার নির্ধারিত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কি না বিষয়টি দেখতে হবে। এর পাশাপাশি যাত্রী সাধারণ/মিডিয়ার এ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নিয়ে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ফিটনেস প্রদানের ক্ষেত্রে লক্কর-ঝক্কর মোটরযানের ফিটনেস প্রদান করা হলে সংশ্লিষ্ট মোটরযান পরিদর্শকসহ জড়িত কর্মচারীদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভায় ৫টি মহাসড়কে (যথা; ঢাকা-অরিচা, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চট্রগ্রাম, ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু, ঢাকা-মাওয়া) ছোট গাড়ী চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে তিনি হাইওয়ে পুলিশ এবং ডিএমপি-র কঠোর নজরদারি প্রত্যাশা করেন। ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যালের বিষয়ে তিনি বলেন, ঢাকা মহানগরে সিসি টিভি ক্যামেরাসহ ডিজিটাল ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

জনাব সঞ্জয় কুমার কুন্ডু, অতিরিক্ত ডিআইজি, হাইওয়ে পুলিশ, সভায় বলেন, সড়কের বাম লেনে মোটর সাইকেল চলাচলের বিষয়ে ডিএমপি প্রতিনিধি বলেন, সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাম পাশের লেন ডিমারকেশন করা হলে বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে জনাব মোঃ রিমন আহমেদ আসিফ, সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন সভায় বলেন, বনানী ৭ নং রোড থেকে কাকলী-আমতলী, পর্যন্ত মোটর সাইকেল বাম লেনে চলাচলের বিষয়ে একটি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে। সভাপতি এ বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় সড়কের বাম-পাশের লেনে শুধু মোটর সাইকেল চলাচল করার ব্যাপারে, ডিএমপি এ বিষয়ে ডিটিসিএ ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি প্রস্তাব পেশ করার আহবাহন করেন।

আরএফআইডি ট্যাগ এর বিষয়ে সভাপতি বলেন, মোটরযানে আরএফআইডি ট্যাগ লাগানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আরএফআইডি ট্যাগের মাধ্যমে মোটরযানের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ বা চুরি/ডাকাতি হওয়া মোটরযানের ক্ষেত্রে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বা তদন্তকারী সংস্থার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জানা যাবে। এছাড়া টোল সংগ্রহের ক্ষেত্রে ইউনিফাইড টোল সংগ্রহ নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে, এক্ষেত্রে মোটরযানে আরএফআইডি ট্যাগ থাকা অবশ্যক। আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের জন্য ইতোমধ্যে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে দৃশ্যমান অগ্রগতি নেই। তিনি মোটরযানে আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের বিষয়ে সকল স্টেক হোল্ডারদের স্ব-স্ব অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার অনুরোধ করেন। তিনি আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের জন্য সকল সার্কেল অফিস ও সদর কার্যালয় থেকে আরো ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার নির্দেশনা প্রদান করেন। এ বিষয়ে ইতোমধ্যে সকল অতিরিক্ত জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটগণদের সাথে সভা করা হয়েছে এবং আরএফআইডি ট্যাগবিহীন মোটরযানের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

জনাব এস এম মাসুদুল হক, পরিচালক (বিআরটিসি) সভায় বলেন, মোটরযানের ট্যাক্স টোকেন ও ফিটনেস হালনাগাদকরণের সময় একটি নির্দিষ্ট ফরমে আরএফআইডি ট্যাগ, ডিআরসি ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে কিনা, তা উল্লেখ করতে হবে। সংযোজন করা না হলে ট্যাক্স টোকেন ও ফিটনেস হালনাগাদ না করার প্রস্তাব করেন। তিনি সড়কের বাম লেনে মোটরসাইকেল চলাচল বা রাইড শেয়ারিং এর বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য ট্রাফিক পয়েন্ট/ গোল চত্বর গুলোর চারপাশে বিআরটিএ-র উদ্যোগে ইলেকট্রনিক বিলবোর্ড সড়ক পরিবহন আইন এবং সড়ক পরিবহন সংক্রান্ত বিভিন্ন নির্দেশনা যেমন শুধু সড়কের বাম লেনে মোটর সাইকেল চলাচল করবে ইত্যাদি প্রদর্শন করার প্রস্তাব রাখেন। ৫টি মহাসড়কে অযান্ত্রিক যানবাহন চলাচল বন্ধে কিছু দুর পর পর চেকিং পয়েন্ট বসিয়ে জরিমানা/সতর্ক করার প্রস্তাব করেন।

জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি সভায় দেশব্যাপী আরএফআইডি ট্যাগ এর নেটওয়ার্ক সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, বর্তমানে ১২ টি আরএফআইডি স্টেশন রয়েছে যা বৃদ্ধি করে ২৪ টি তে উন্নীত করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে আরো বাড়বে। আরএফআইডি ট্যাগ রিড করার জন্য সারা দেশের সার্কেল অফিসসমূহে ২৫০টি হ্যান্ড-হেন্ডেল ডিভাইস দেয়া হয়েছে। এই ডিভাইসগুলোর মাধ্যমে ফিটনেস প্রদানের সময় এবং ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাকালে আরএফআইডি ট্যাগ রিড করে গাড়ীর কাগজপত্র সঠিক আছে কিনা জানা যায়।

জনাব এ্যাড. মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় বলেন, ঢাকা মহানগরের বেশির ভাগ গাড়ীতে ডিজিটাল নম্বর প্লেট লাগানো রয়েছে। জেলা পর্যায়ে কিছু কম থাকতে পারে এর জন্য সচেতনতা প্রয়োজন সকলকে সচেতন হতে হবে। ই-টিকেটিং এর বিষয়ে তিনি বলেন, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ থেকে ই-টিকেটিং চালু হয়েছে। গত ৫ মাস ধরে এ বিষয়ে মালিক পক্ষ কঠোর মনিটরিং করছে। প্রায় ৩৩০০ এর বেশি গাড়ীতে ই-টিকেটিং পচ মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব জনাব এনায়েত উল্ল্যাহ এর নেতৃত্বে প্রতিদিন ৮-৯ টি টিম ই-টিকেটিং এর কার্যক্রম মনিটরিং করছে। যেখানে ব্যত্যয় ঘটছে সেখানে সাংগঠনিক শাস্তির আওতায় আনা হচ্ছে। তিনি বলেন, ৯৭ টি পরিবহন কোম্পানির মধ্যে ইতোমধ্যে ৫৯ টি কোম্পানিকে ই-টিকেটিং এর আওতায় আনা হয়েছে। ই-টিকেটিং এর কার্যক্রম জোরদারকরণের জন্য অবসর প্রাপ্ত আর্মি পারসন চেকার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হবে। তিনি ই-টিকেটিং এর কার্যক্রম সফল করার জন্য সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম খান, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ডভ্যান মালিক সমিতির প্রতিনিধি বলেন, ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে চলাচলরত মোটরযানসমূহে দ্রুত আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের আওতায় আনার অনুরোধ করেন।

ই-টিকেটিং এর বিষয়ে সভাপতি বলেন, বিআরটিএ-র বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে ই-টিকেটিং এর বিষয়ে মনিটরিং করবেন। তিনি মোটরযানের আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষ থেকে সকল পরিবহন মালিকদের পত্র প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন।

জনাব এ্যাড. মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি সভায় পরিবেশ দূষনের ক্ষেত্রে মোটরযানের কালো ধোঁয়া ছাড়াও নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন নির্মাণ সামগ্রীর উপাদান থেকে পরিবেশ দূষণের বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকা রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন। জনাব এস এম মাসুদুল হক, পরিচালক, (বিআরটিসি) সভায় বলেন, মোটরযানের কালো ধোঁয়া নিঃসরণের প্রধান ৩টি কারণ হলো; পুরাতন মেয়াদোত্তীর্ণ গাড়ী ইঞ্জিন ওয়েলের ঠিকমত সার্ভিসিং না করা এবং ওভারলোড বহন করা। উক্ত বিষয়গুলো মনিটরিং এর জন্য তিনি পরিবেশ অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে কাজ করার উপর গুরুত্বরোপ করেন।

সভাপতি বলেন, পরিবেশ দূষণের অন্যতম উপাদান হলো কলো ধোঁয়া। কালো ধোঁয়া নিঃসরণ বন্ধে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। তিনি কলো ধোঁয়া নিঃসরণকারী মোটরযান ফিটনেস প্রদান না করার জন্য বিআরটিএ-র মোটরযান পরিদর্শকদের নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ধরণের মোটরযান না চালানোর জন্য পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের অনুরোধ করেন। এছাড়া হাইওয়ে পুলিশ, ডিএমপিসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে মোটরযানের কালো ধোঁয়া নিঃসরণ বন্ধে সচেতন ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার অনুরোধ করেন।

জনাব মোঃ রবিউল আলম, ডেভলপমেন্ট এক্সিকিউটিভ সোসাইটি, ডাস এর প্রতিনিধি সভায় বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ তামাকমুক্ত হবে। তিনি মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে তামাকের বিষয়ে জরিমানা করার এবং মহাসড়কে তামাক বিরোধী মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনার প্রস্তাব রাখেন। তিনি ঢাকা মহানগরীর গাড়ীগুলোতে ধূমপান মুক্ত স্টিকার লাগানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

রাইড শেয়ারিং এর বিষয়ে সভাপতি বলেন, রাইড শেয়ারিং এর কারণে মোটর সাইকেলের সংখ্যা যেমন বেড়েছে স্বেচ্ছাচারিতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাইড শেয়ারিং এ শৃঙ্খলা আনতে পারলে যাত্রীরা এর যথাযথ সুফল পাবে। তিনি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাইড শেয়ারিং চালকদের ড্রেসকোড নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্টদের জানিয়ে দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক চৌধুরী, মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি সভায় বলেন, আসন্ন ঈদ উপলক্ষে আগেভাগেই সড়কের সংস্কার এবং যানজটপূর্ণ স্পটগুলোতে যানজট নিরসনে হাইওয়ে পুলিশ, বিআরটিএসহ সকল অংশীজন প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন মর্মে আশবাদ ব্যক্ত করেন। বিআরটিএ কর্তৃক প্রকাশিত সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকৃত সড়ক দুর্ঘটনার চেয়ে কম সংখ্যক দুর্ঘটনার তথ্য প্রকাশের অভিযোগ করেন।

জনাব শেখ মোহাম্মদ মাহবুব-ই-রব্বানী, পরিচালক (রোড সেফটি) সভায় সড়ক দূর্ঘটনার প্রতিবেদন প্রকাশের ক্ষেত্রে যাত্রী কল্যাণ সমিতির প্রতিটি দূর্ঘটনার সরেজমিন পরিদর্শন পূর্বক আরো দায়িত্বশীল প্রতিবেদন প্রকাশ করা প্রয়োজন মর্মে মত প্রকাশ করেন। জনাব এ্যাড. মাহবুবুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, সভায় বলেন, ঢাকা মহানগরীতে যাত্রীদের ভোগান্তি দূরীকরণের ক্ষেত্রে শুধু সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য নিয়ে নয় বরং সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি যাত্রী সংখ্যা অনুসারে গাড়ীর সংখ্যা নির্ধারণের জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ এবং বিআরটিএ'র সমন্বয়ে সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। সড়ক দূর্ঘটনা সংক্রান্ত সুনিদিষ্ট তথ্য প্রমানসহ অভিযোগ করলে বিষয়টি আমলে নেয়া হবে।

জনাব ড.এস.এম সোহেল মাহমুদ, প্রফেসর, এআরআই বুয়েট সভায় বলেন, সড়ক দূর্ঘটনার সকল তথ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে বিআরটিএ-র মাধ্যমে একই ফরমেটে আসা উচিত মর্মে মত প্রকাশ করেন। তিনি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহের এখতিয়ার সরকারি সংস্থার উপর বর্তায়। তিনি বিআরটিএ, পুলিশ বিভাগ এবং এআরআই এর সমন্বয়ে সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহের একটি পাইলটিং প্রজেক্টের প্রস্তাব করেন।

সভাপতি বলেন, বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহযোতিায় ০১ (এক) টি রোড সেফটি প্রজেক্ট গ্রহণ করা হয়েছে। এর আওতায় সড়ক দূর্ঘটনার ডাটা সংগ্রহের উপর কাজ করা হবে। সভাপতি সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধু পত্রিকার রিপোর্ট নির্ভর না হয়ে প্রতিটি দূর্ঘটনার তদন্ত পূর্বক সঠিক তথ্য উপস্থাপনে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১.	আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের জন্য সকল সার্কেল অফিস ও সদর কার্যালয় থেকে আরো ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা করতে হবে। মোটরযানের আরএফআইডি ট্যাগ সংযোজনের জন্য সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির পক্ষ থেকে সকল পরিবহন মালিকদের পত্র প্রেরণ করতে হবে।	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ; ২। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিআরটিএ (সকল); ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি; ৪। সাধারণ সম্পাদক, বাংলোদশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন।
২.	ইটিকেটিং এর ক্ষেত্রে মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে সরকার নির্ধারিত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে কি না বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এর পাশাপাশি যাত্রী সাধারণ/মিডিয়ার এ সংক্রান্ত অভিযোগ আমলে নিয়ে	১। পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ; ২। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, বিআরটিএ (সকল); ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি; ৪। সাধারণ সম্পাদক, বাংলোদশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক

	তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ফেডারেশন।
৩.	৫টি জাতীয় মহাসড়কে ঢাকা-অরিচা, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-চট্রগ্রাম, ঢাকা-বঙ্গবন্ধু সেতু, ঢাকা-মাওয়া রুটে অবৈধ ছোট মোটরযান চলাচল বন্ধ কঠোর ভাবে মনিটরিং করতে হবে। উক্ত ৫টি জাতীয় মহাসড়কে হাইওয়ে পুলিশের টহল জোরদার করাতে হবে।	১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ; ২। হাইওয়ে পুলিশ; ৩। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট , বিআরটিএ; ৪। মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি; ৫। সাধারণ সম্পাদক, বাংলোদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন।
৪.	ডিজিটাল ট্রাফিক সিস্টেম অর্থাৎ সিসিটিভি ক্যামেরাসহ ইলেকট্রিক সিগন্যালিং সিস্টেম দ্রুত চালু করতে হবে।	১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ; ২। ডিটিসিএ; ৩। হাইওয়ে পুলিশ; ৪। ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
৫.	সড়কের বাম-পাশের লেনে শুধু মোটর সাইকেল চলাচল করার ব্যাপারে, ডিএমপি এ বিষয়ে ডিটিসিএ ও সিটি কর্পোরেশনের সাথে সমন্বয়পূর্বক একটি প্রস্তাব পেশ করতে হবে।	১। পুলিশ কমিশনার, ঢাকা মেট্রো পলিটন পুলিশ; ২। ডিটিসিএ; ৩। হাইওয়ে পুলিশ; ৪। ঢাকা উত্তর/দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
৬.	সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে শুধু পত্রিকার রিপোর্ট নির্ভর না হয়ে প্রতিটি দূর্ঘটনার সরেজমিন তদন্তপূর্বক সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে হবে।	১। পরিচালক (রোড সেফটি), বিআরটিএ; ২। হাইওয়ে পুলিশ; ৩। মহাসচিব, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(নুর মোহাম্মদ মজুমদার)
চেয়ারম্যান
ফোনঃ ৫৫০৪০৭১১

স্মারক নং-৩৫.০৩.০০০০.০০২.৫০.০০৮.১৯-৭৩৬ তারিখ ঃ১৯ -০৩-২০২৩ খ্রিঃ।

<u>বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১. সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা।
৩. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, পরিবহন ভবন, মতিঝিল, ঢাকা।
৫. পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৭. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন/ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৮. আতিরিক্ত আইজিপি, হাইওয়ে পুলিশ,৩৪,শাহজালাল এভিনিউ, সেক্টর-৪,উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
৯. পরিচালক, এক্সিডেন্ট রিসার্চ ইন্সটিটিউট (এআরআই), বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।
১০. পরিচালক (এনফোর্সমেন্ট/অডিট ও আইন/প্রশাসন), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১১. পরিচালক (ইঞ্জিঃ/অপাঃ/রোড সেফটি/প্রশিক্ষণ), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১২. উপপরিচালক (আইন/প্রশাঃ/অডিট ও তদন্ত/অর্থ/ইঞ্জিঃ-১,২,৩), বিআরটিএ সদর কর্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১৩. পরিচালক (ইঞ্জিঃ), বিআরটিএ, ঢাকা বিভাগ, মিরপুর-১৩, ঢাকা।

১৪. প্রোগ্রামার/এসিস্টেন্ট ডাটা এনালিস্ট, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
১৫. উপপরিচালক (ইঞ্জিঃ), ঢাকা মেট্রো সার্কেল ১, ২, ৩, ৪ ও ঢাকা জেলা সার্কেল।
১৬. সিনিয়র কম্পিউটার অপারেটর, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।

<u>বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)</u>

১. মহাসচিব, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ১১৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, রমনা, ঢাকা।
২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন, ২৮, রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ট্রাক-কাভার্ড ভ্যান, মালিক সমিতি, তেজগাঁও, ঢাকা।
৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, গাবতলী/মহাখালী/সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ বাস-ট্রাক ওনার্স এসোসিয়েশন, ২৫৭/ক বাগবাড়ি, গাবতলী, ঢাকা।
৬. মহাসচিব, বাংলাদেশ কাভার্ডভ্যান-ট্রাক-প্রাইমমুভার পণ্যপরিবহন মালিক এসোসিয়েশন, ১ নং রেল গেট, ২৩৫ তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল (৩য় তলা), ঢাকা।
৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়ন, ২৫৭/ক, বাগবাড়ি, চাঁদ তারা মসজিদ (২য় তলা), গাবতলী, ঢাকা।
৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন, শ্রমিক ইউনিয়ন রেজি নং-২৪১৫, মহাখালী, ঢাকা।
৯. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা মহানগর সড়ক পরিবহন, শ্রমিক ইউনিয়ন-২১৯৫ সায়েদাবাদ বাস টার্মিনাল, ঢাকা।
১০. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন-৪৯৪, ৪৭/এ, টয়নবী, সার্কুলার রোড, ঢাকা।
১১. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা যানবাহন সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়ন-১৭৭৬, ফুলবাড়িয়া বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা।
১২. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ যাত্রী কল্যাণ সমিতি, গুলিস্থান শপিং কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা), কক্ষ নং-৬১/১, ঢাকা।
১৩. জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ ট্রাক চালক শ্রমিক ফেডারেশন, ১ নং রেল গেট, ২৩৫ তেজগাঁও ট্রাক টার্মিনাল (৪র্থ তলা), ঢাকা।
১৪. পিকমি লিমিটেড, আলামিন আপন হাইটস্ প্লট # ২৭/১বি, ঢাকা-১২০৭।
১৫. চালডাল লিমিটেড, হাউজ নং-১৪, রোড নং-০৬, সেক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।
১৬. পাঠাও লিমিটেড, সি ডাব্লিউ এন (৬ ফ্লোর) রোড-৪৯, কামাল আতাতুক এভিনিউ, গুলশান মডেল টাউন, ঢাকা-১২১২।
১৭. যাত্রী সার্ভিসেস লিমিটেড, ১/এ সেনপাড়া পর্বতা, শাহ আলী প্লাজা, দোকান নং-২২ (৪র্থ তলা), মিরপুর-১০, ঢাকা।
১৮. ডিজিটাল রাইড লিমিটেড, ১/এ সেনপাড়া, রুম নং-১০০৫, ফ্লোর নং-১০ শাহ আলী প্লাজা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।
১৯. টিভিএস অটো বাংলাদেশ লিঃ, ৩০৪, তেজগাঁও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
২০. নিটল মোটরস লিঃ, নিটল সেন্টর, ৭১ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
২১. উত্তরা মোটরস লিঃ, উত্তরা সেন্টার, ১০২ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
২২. রানার অটোমোবাইলস লিঃ, ১৩৮/১, তেজগাও শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
২৩. বাংলাদেশ হোন্ডা লিঃ, সাইমুন সেন্টার (৩য় তলা), বাড়ি-৪/এ, রোড-২২, গুলশান-১, ঢাকা।
২৪. এসিআই মোটরস লিঃ, ২৪৫, তেজগাঁও, শি/এ, ঢাকা-১২০৮।
২৫. ইফাদ অটোস লিঃ, ইফাদ টাওয়ার, প্লট-৭ (নতুন), তেজগাঁও, বা/এ, ঢাকা-১২০৮।
২৬. Development Activities of Society (DAS), ১৩/এ-৩-এ (৩য় ফ্লোর) ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

<u>অনুলিপিঃ</u>
১। চেয়ারম্যান এর একান্ত সচিব, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা।
২। সহকারী প্রোগ্রামার, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, বনানী, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে আপলোড করার অনুরোধ সহ)।
৩। অফিস কপি।

১৭.০৩.২৩
(মোঃ হেমায়েত উদ্দিন)
উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট)
ফোনঃ০২-৫৮১৫৪৭০২২